প্রথম আলো

তারিখ ... 9 JUL 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৩ ...

ইসলাম শিক্ষা বিষয়ে প্রশ্নপত্রের নমুনা!

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম ●

'নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং তৎসংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

'নাফিজ ও সুমন সিদ্ধান্ত নিল যে ১লা বৈশাখে তারা ধুতি পরবে ও কপালে তিলক পরবে। হৃদি ও শবনম পরিকল্পনা করল যে, তারা লাল পাড়ের শাড়ীর সাথে কপালে মাঝারিসই টিপ পরবে। তারা সারাদিন ডিসি হিলে সময় কাটাবে। তাদের প্রত্যেকের পিতা-মাতা মুসলিম এবং তারাও নিজেকে মুসলিম হিসেবে পরিচয় দেয়। ক) চার বন্ধুর কাজের পরিচয় দাও। খ) মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও তাদের এই ধরণের কাজ করার মূল কারণ কী? গ) মুসলমানগণ কিভাবে এই ধরণের কাজ থেকে নিজেদের বিরত রাখতে পারে? ঘ) কুফরের পরিণতি বর্ণনা কর।'

এটি চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজের দশম শ্রেণীর 'ইসলাম শিক্ষা' বিষয়ের টিউটোরিয়াল পরীক্ষার প্রশ্ন। সম্প্রতি এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করে। প্রশ্নপত্রে দেখা যায়, ৩৫ নম্বরের টিউটোরিয়াল পরীক্ষার ২৫ নম্বরই এ প্রশ্নের উত্তরের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। একাধিক অভিভাবক এ ধরনের প্রশ্নপত্র নিয়ে আপত্তি করেছেন। তাঁরা অভিযোগ করেছেন, এ ধরনের প্রশ্নপত্র কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের মনে সাম্প্রদায়িক মনোভাব তৈরি করবে। এ প্রশ্নপত্রে পয়লা বৈশাখকে বাঙালির শাশ্বত সংস্কৃতি হিসেবে পরিচিত না করে কুফরি সংস্কৃতি এবং ধুতি ও লাল পাড়ের শাড়িকে ইসলামবিরোধী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজের অধ্যক্ষ কর্নেল মো. আনিসুর রহমান চৌধুরী বলেন, 'আমার মনে হয়, ওই শিক্ষকের অসতর্কতা কিংবা অনভিজ্ঞতা থেকে এটা হয়েছে। এ জন্য কারও মনে আঘাত লেগে থাকলে কলেজ কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত।' তিনি বলেন, যে শিক্ষক এই প্রশ্ন করেছিলেন তাঁকে ইতিমধ্যে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদেরা এ ধরনের প্রশ্নপত্র তৈরির তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক গাজী সালেহ উদ্দিন এ প্রসঙ্গে *প্রথম আলোকে* বলেন, 'প্রশ্নটিকে যদি নেতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি, তবে

শেষের পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৭

ইসলাম শিক্ষা বিষয়ে

শেষ পৃষ্ঠার পর

বলতে হবে, সাম্প্রদায়িক উসকানি দেওয়ার জন্য এ ধরনের প্রশ্ন করা হয়েছে। এ প্রশ্ন যে শিক্ষকই করুন না কেন, তিনি কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের জন্য অকল্যাণ বয়ে আনবেন। আর ইতিবাচকভাবে যদি দেখি, তাহলে ছাত্রছাত্রীদের এ আচরণ বাঙালি সংস্কৃতিরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। এর সঙ্গে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। কাজেই এসব পরাতো অপরাধ নয়।' তিনি বলেন, আসলে প্রশ্নকর্তার উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গি সাম্প্রদায়িক। বর্তমান সরকারের অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিকে কটাক্ষ করার জন্যই এ প্রশ্ন করা হয়েছে।

তবে ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুলের এক শিক্ষক নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, সৃজনশীল প্রশ্নপত্রের সুযোগে ওই শিক্ষক এ ধরনের প্রশ্নপত্র তৈরি করেছেন, যা এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করেছে।